দৈনিক সংবাদ

তারিখ 14 JUN 1998
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

২০০৬ সালের মধ্যে দেশ নিরক্ষরমুক্ত হবে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

কেমন চলছে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা? সবার জন্য শিক্ষা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, সর্বজনীন শিক্ষা, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা প্রভৃতি শ্লোগান ও পরিকল্পনা কতটা সফল হয়েছে? আগামী ২০০৬ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা কি আদৌ সম্ভব?

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ১৯৯০ সাল থেকে শুরু করে প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি যে হারে বাড়ছে তা অব্যাহত থাকলে ২০০৬ সালের মধ্যে দেশ নিরক্ষরমুক্ত হবে। ১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ঘোষণার পর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। '৯৬ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বছরান্তে শিক্ষার্থী ভর্তির হার কয়েক লাখ বৃদ্ধি পায়। তারপরও বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে, এখনও ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শতকরা ১৫ ভাগ শিশু শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। বিশ্বব্যাংক ও দাতা সংস্থার সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীসংখ্যা শতকরা ৮৫ ভাগ থেকে ৯৫ ভাগে উন্নীত করতে একটি পাঁচ বছর মেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

বর্তমানে ১৫ বছর ও তদূর্ধ বয়সী শিক্ষার হার শতকরা ৪৪ ভাগ। '৯১ সালে এই হার ছিল শতকরা ৩৫ ভাগ।

প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিবছর ছাত্রসংখ্যা বেড়ে চলেছে

১৯৯৫ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৭২ লাখ ৮ হাজার। ১৯৯৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১ কোটি ৭৫ লাখ ৮ হাজার। ১৯৯৭ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৮০ লাখ ৩ হাজার। ক্রমাগতভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে আগামী ২০০৬ সালের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে বলে সরকারের ধারণা।

বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে, বাংলাদেশে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী প্রায় ৩০ লাখ শিশু প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয় না। যারা ভর্তি হয় তাদের শতকরা ৪০ ভাগ পাঁচ বছরের প্রাথমিক

(৭ পাতায় ৪-এর কলামে দেখুন)

২০০৬ সালের

(প্রথম পাতার পর)

শিক্ষা শেষ করার আগেই লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার শতকরা ৮৫ ভাগ। বিশ্বব্যাংক এই হার ৯৫ ভাগে উন্নীত করার জন্য ১৫ কোটি ডলার সুদমুক্ত ঋণ দেয়ার ঘোষণা করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারীর সংখ্যা ৬০ থেকে ৭০ শতাংশে বৃদ্ধি পাবে বলে বিশ্বব্যাংকের ধারণা। চলতি বছর থেকে এ প্রকল্পের কাজ শুরু হবার কথা। শেষ হবে ২০০৩ সালে।

বিশ্বব্যাংকের হিসাবে দেখা যায়, বাংলাদেশে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের শতকরা ১৫ ভাগ স্কুলে যায় না। স্কুলে যায় না এমন শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই শহর ও গ্রামের দরিদ্র অঞ্চল ও পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি গোষ্ঠীর। বিশ্বব্যাংক মনে করে, এ [illegible] ২০০৩ [illegible] শতকরা ৮৫ ভাগের স্থলে শতকরা ৯৫ ভাগ শিশু স্কুলে যাবে। ফলে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সসীমার ১ কোটি ৪২ লাখ শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাবে— যা কর্মসূচীবিহীন অবস্থা থেকে প্রায় ১৫ লাখ বেশি। উল্লেখ্য, এ প্রকল্পে আনুমানিক ব্যয় হবে ২০০ কোটি ডলার। এর মধ্যে ৩৪ কোটি ৯ লাখ ডলার দেবে বাংলাদেশ সরকার। বাকি অর্থ বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা প্রদান করবে।

প্রাথমিক শিক্ষা দেশের কয়েকটি জেলায় ব্যাহত হবার খবর পাওয়া গেছে। উপকূলীয় জেলা পটুয়াখালী, ভোলা ও বরগুনায় ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ৭ লাখ ৪ হাজার ৬শ' ৩৪। এর মধ্যে ৬ লাখ ৯ হাজার ৮শ' ৯৬ জন স্কুলে যায়। বাকি প্রায় এক লাখ শিশু শিক্ষাবঞ্চিত।

খুলনা বিভাগের দশটি জেলায় গ্রামের সংখ্যা ৯ হাজার ২শ' ১৯টি। এর মধ্যে ৪ হাজার ৩শ' ২২টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবে বাকি গ্রামগুলোতে কয়েক লাখ শিশু স্কুলে যায় না বলে এক খবরে প্রকাশ।

এদিকে সরকার আগামী ২০০৬ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার লক্ষ্যে প্রতিগ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনা সফল হলে দেশ নিরক্ষরমুক্ত করার কর্মসূচী সফল হবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা।